বিলুপ্ত ছিটমহলের আইনী সমস্যা ও আইন কমিশনের সুপারিশ

পটভূমিঃ

১ আগস্ট ২০১৫ মধ্যরাতে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার ছিটমহল বিনিময় সম্পন্ন হয়। এই বিনিময়ের মাধ্যমে দীর্ঘ আটষট্টি বছর ধরে ঝুলে থাকা একটি মানবিক সমস্যার সমাধান হতে যাচ্ছে। ভারতের ১১১টি ছিটমহলের মোট ২৪,২৬৮ একর ভূমি বাংলাদেশের ভূখন্ড ভুক্ত এবং ৩৭ হাজার জন মানুষ বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে গন্য হয়েছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহলের ৭,১১০ একর ভূমি ভারতের ভূখন্ড ভুক্ত এবং ১৪ হাজার জন মানুষ ভারতের নাগরিক হিসাবে গন্য হয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সবার জন্য নাগরিকত্ব পছন্দ করার সুযোগ অবারিত আছে।

ছিটমহল সমূহ উভয় দেশের মধ্যে বিনিময়ের লক্ষ্যে Joint Boundary Working Group'র (JBWG) ৪র্থ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১০-২০১১ সালে জরিপ মৌসুমে উভয় দেশের অভ্যন্তরে ছিটমহলসমূহে হেড কাউন্টিং এর কাজ সম্পন্ন হয়। এই জরীপ অনুসারে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ১১১টি ছিটমহলের জনসংখ্যা ৩৭,৩৬৯ জন এবং ১৭১৬০.৬৩ একর ভূমি রয়েছে, যা বর্তমানে বাংলাদেশের নাগরিক ও ভূখন্ড হিসাবে অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। এই জনগোষ্ঠি বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার কারণে তাদের জন্য এখন বাংলাদেশে প্রচলিত আইন সমূহ প্রযোজ্য হচ্ছে। এইভাবে একীভূত নতুন ভূমি ব্যবস্থাপনায়ও বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইন অনুসরণীয়।

আইন কমিশনের দাশিয়াছড়া পরিদর্শনঃ

উপরি-উক্ত পরিস্থিতিতে বিলুপ্ত ছিটমহল এলাকায় নাগরিকগণ এবং সম্পদের আইনী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত আইন কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে, সদস্য ও কমিশনের সচিব, মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা, সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা, গবেষণা কর্মকর্তা ও অনুবাদ কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি গবেষণা দল বিগত ২১ অক্টোবর ২০১৫, বুধবার, কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি উপজেলাস্থ বিলুপ্ত ছিটমহল দাশিয়ারছড়া পরিদর্শন করেন।

দাশিয়াছড়াবাসীদের সাথে মতবিনিময়ঃ

কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গবেষণা দল বিলুপ্ত ছিটমহল দাশিয়ারছড়াস্থ কালিরহাটে স্থানীয় জনগণের সাথে খাদ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সহ নানা রকম আইনী সমস্যা নিয়ে মতবিনিময় করেন। শতাধিক নারী-পুরুষের উপস্থিতিতে উক্ত সভায় ২৪ জন নারী-পুরুষ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাদের বক্তব্যে প্রতিফলিত মূল আইনী সমস্যার প্রকৃতি নিম্নরূপ :

জাতীয় পরিচয়পত্রঃ

বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীগণ বিগত আটষট্টি বছর যাবৎ কাগজে কলমে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে অবরুদ্ধ ভূখন্ডে বসবাস করেছে। এই সময়ে তারা সর্বপ্রকার নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত ছিল। বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার ফলে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে এই জনগোষ্ঠি এখন খাদ্য-শিক্ষা-চিকিৎসা-চাকুরিসহ নানা রকম পরিসেবা লাভের অধিকার অর্জন করেছে। দেশের বিদ্যমান ***ভোটার তালিকা আইন ,২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন)*** এবং ***জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩ নং আইন)***,অনুসারে ঐসব পরিসেবা লাভের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের জাতীয় পরিচয় পত্র থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকায় বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীগণ নাগরিক পরিসেবা লাভে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

ভূমি জরীপঃ

১৯২০ এর দশকে তদানীন্তন সমগ্র ভারতবর্ষে (ছিটমহলসমূহ সহ) সিএস জরীপ (Cadastral Surveys) অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী প্রায় নব্বই বছর যাবৎ এইসব জনপদসমূহে কোন ভূমি জরীপ পরিচালিত হয় নাই। উত্তরাধিকার-বিক্রয়-দান ইত্যাদি নানাবিধ হস্তান্তরের দরুন জমির দাগ (প্লট) সমূহের আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে সিএস ম্যাপের সাথে ভূমির বাস্তব অবস্থানের কোন মিল পাওয়া যাচ্ছে না। অধিকন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতের মূলভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় ভূমি হস্তান্তর দলিলাদি রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব হয় নাই। এই সময়ে ভূমি হস্তান্তরিত হয়েছে স্ট্যাম্প পেপারে অথবা সাদা কাগজে লিখিত রেজিস্ট্রিবিহীন বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে। অনেক ক্ষেত্রে এসব অরেজিস্ট্রিকৃত দলিলাদি হারিয়ে কিংবা নস্ট হয়ে যাওয়ার দরুণ মালিকানা প্রমাণে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

শিক্ষা সনদ সংশোধন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং স্থানীয়দের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দানঃ

ছিটমহলগুলোতে কোন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় অধিবাসীরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। অনেকে নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা গোপন করে বেআইনীভাবে বাংলাদেশের এলাকায় এসে লেখাপড়া শিখেছে। বর্তমানে ঐসব শিক্ষা সনদ ব্যবহার করতে গিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। দ্রুত এই সব শিক্ষা সনদ সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। বর্তমানে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষকপদে স্থানীয়দের নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

দুইদেশের ব্যক্তি আইনের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি : কুচবিহারের মহারাজার প্রজা হিসাবে এক হিন্দু-মুসলিম সবার জন্য দায়ভাগা

বিলুপ্ত ছিটমহলসমূহ কুচবিহারের মহারাজার অধীনে ছিল এবং ঐরাজ্যে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জন্য হিন্দুব্যক্তি আইনের দায়ভাগ প্রযোজ্য ছিল। দায়ভাগ অনুসারে মুসলিম মেয়েরা পিতার ত্যাজ্যবিত্তে উত্তরাধিকার লাভ করা থেকে বঞ্চিত হতো। যা বর্তমান প্রেক্ষিতে নতুন জটিলতার সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশ ও ভারত এই দুই দেশের

মুসলিম ও হিন্দু ব্যক্তি আইনে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা ও দেশভাগের পরবর্তী সময়ে মৌলিক কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৯৬১ সালের The Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ৮ নং আইন) বলবৎ হওয়ার পর থেকে আইনটির ৪ ধারা অনুসারে মুসলিম মাতামহ বা পিতামহের জীবমানে পিতা মৃত্যুবরণ করলে মাতামহ বা পিতামহের ত্যাজ্যবিত্তে দৌহিত্র-দৌহিত্রি -পৌত্র-পৌত্রির মাতার বা পিতার অংশ প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ভারতে এই আইন না থাকায় অনুরুপ ক্ষেত্রে মুসলিম মাতামহ বা পিতামহের ত্যাজ্যবিত্তে দৌহিত্র-দৌহিত্রি -পৌত্র-পৌত্রির মাতা বা পিতার অংশ প্রাপ্তির অধিকার নাই। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার সুবাদে বঞ্চিত দৌহিত্র-দৌহিত্রি -পৌত্র-পৌত্রিগণ নতুন করে পিতামহের ত্যাজ্যবিত্তে অংশ দাবী করায় ভূমি জরীপ ও রের্কডে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে ভারতে ***হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬*** অনুসারে ভারতীয় মহিলাগণ পিতার ত্যাজ্য বিত্তে ভাইয়ের সাথে সমহারে অংশীদার। কিন্তু বাংলাদেশে দায়ভাগা অনুসারে হিন্দু মেয়ে পিতার ত্যাজ্যবিত্তে কোন হিস্যা প্রাপ্ত হয় না। ভূমি জরীপে এই বিষয়টি জটিলতার সৃষ্টি করছে।

বিচারাধীন মামলা :

ছিটমহলবাসীগণ ভারতীয় নাগরিক হিসেবে ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করলে তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের কারণে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে ঐসব মামলা বিচারাধীন আছে। বাংলাদেশের নাগরিক, পূর্বতন ভারতীয় নাগরিক হবার সুবাদে অনুপ্রবেশের মামলায় আসামি হয়ে বিচারের সম্মুখীন হওয়ায় আইনী জটিলতা তৈরি হয়েছে।

খাস জমি উদ্ধার

ছিটমহলসমূহে যে সব খাসজমি রয়েছে, তার রের্কড ও শাসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নাই। ফলে বর্তমানে ঐসব জমি বেদখল অবস্থায় আছে। জবরদখলকারীগণ ঐসব জমি নিজেদের নামে রের্কড করিয়ে নেবার অপচেস্টায় রত আছে। যথাশীঘ্র সম্ভব খাসজমি চিহ্নিত করে সরকারের দখলে আনা এবং যথানিয়মে বন্দোবস্ত প্রদান করা প্রয়োজন।

স্থানীয় সরকার কাঠামোর অভাব :

স্থানীয় সরকারের কোন কাঠামো ছিটমহলে নাই। ফলে নাগরিক সুবিধাদি প্রদানসহ উন্নয়ন কর্মকান্ডের সূচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে নতুন করে ওয়ার্ড বা ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হলে পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ড বা ইউনিয়নের সাথে ছিটমহলগুলোকে যুক্ত করা যেতে পারে এবং দ্রুত স্থানীয় সরকার কাঠামোর আওতায় ছিটমহলবাসীকে আনয়ন করা আবশ্যক।

আদালতের এখতিয়ারে অর্ন্তভূক্তঃ

দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের এখতিয়ার ছিটমহলগুলোয় না থাকায় জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নানা রকম জটিলতা তৈরি হচ্ছে। ঐ এলাকার নাগরিকগণ আইনের আশ্রয় লাভে নানা রকম জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না। এই সব কারণে ছিটমহলগুলোকে দ্রুত বাংলাদেশের কোন না কোন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করা আবশ্যক।

ভারত থেকে রের্কডপত্র রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আনার ব্যবস্থাকরণঃ

ছিটমহলবাসীগণের পুরাতন ভূমি জরিপের রের্কডসহ, ভূমি মালিকানা সংক্রান্ত রের্কডাদি ভারতের জেলা সদর সমূহে রয়েছে। ফলে ভূমি মালিকানা সংক্রান্ত দলিল,খতিয়ান ইত্যাদি বিষয় সংগ্রহ করা ছিটমহলবাসীদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না বিধায় ভূমি মালিকানা নির্ধারণ জটিল আকার ধারণ করেছে। তাই ঐসকল রের্কড অতিসত্ত্বর রাষ্ট্রীয় উদ্যেগে আনয়নের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আনয়নের পরে রের্কডের সহিমোহরকৃত নকলাদি প্রাপ্তি ছিটমহলবাসীগণের জন্য সহজ এবং কম খরচে সরবরাহের ব্যবস্থা করা দরকার।

উপরি-উক্ত সমস্যাদির আলোকে আইন কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে :

আইন কমিশনের সুপারিশঃ

উপরি-উক্ত সমস্যা সমূহ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। এই লক্ষ্যে আইন কমিশন নিম্নরূপ সুপারিশ করছে :

১. বিলুপ্ত ছিটমহল সমূহের সকল নাগরিকের জন্য অবিলম্বে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করণ;
২. ভূমি জরীপ সম্পন্ন করার নিমিত্ত যে ৭ সদস্যের কমিটি করা হয়েছে তাতে কানুনগোর পরিবর্তে সহকারী কমিশনার ভূমিকে আহ্বায়ক করা;
৩. বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১ আগস্ট ২০১৫ তারিখের পূর্বে অর্জিত শিক্ষা সনদ সমূহের বৈধতা প্রদান;
৪. শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর শিথিলকরণ এবং পরবর্তীতে উক্ত ঘাটতি পূরণের সুযোগ দান;
৫. ১ আগস্ট ২০১৫ তারিখের পূর্বে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে অর্জিত সকল আইনী অধিকার অক্ষুন্ন রেখে ভূমি মালিকানা ইত্যাদি বিষয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসণ করণ;
৬. ভারতীয় নাগরিক বিবেচনায় ছিটমহলবাসীদের বিরুদ্ধে যে সব অবৈধ অনুপ্রবেশের মামলা বিচারাধীন মামলার আইনগত দিক পরীক্ষান্তে প্রত্যাহারের করণ;
৭. সাবেক ছিটমহল এলাকার খাস জমি চিহ্নিত করে দখল মুক্তির মাধ্যমে যথানিয়মে বন্দোবস্ত প্রদান;
৮. দ্রুত স্থানীয় সরকার কাঠামোর আওতায় ছিটমহলবাসীকে আনয়ন;

৯. ছিটমহলগুলোকে দ্রুত বাংলাদেশের কোন না কোন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করা;

১০. ভূমি জরিপের রের্কডসহ, ভূমি মালিকানা সংক্রান্ত রের্কডাদি ভারতের জেলা সদর সমূহে থেকে আনয়নের পরে রের্কডের সহিমোহরকৃত নকলাদি প্রাপ্তি ছিটমহলবাসীগণের জন্য সহজ এবং কম খরচে সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

১১. দেশের নতুন নাগরিকদের বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইনের সাথে অবগতির সুযোগ সৃষ্টি করণ।

(স্বাক্ষরিত)
ড. এম. শাহ আলম
সদস্য
আইন কমিশন

(স্বাক্ষরিত)
বিচারপতি এ.টি.এম. ফজলে কবীর
সদস্য
আইন কমিশন

(স্বাক্ষরিত)
বিচারপতি এ..বি.এম. খায়রুল হক
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন